রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, নভেম্বর ১৯, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ১৯ নভেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৩.০০.০০০০.০০০.০৭৩.২২.০০০১.২৫-১৬১**।—সরকার এতদসঙ্গে সংযুক্ত ‘জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি, ২০২৫’ অনুমোদন করেছেন। তা এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা হলো।

০২। অনুমোদিত ‘জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি, ২০২৫’ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ড. কে এম আলমগীর কবীর
পরিচালক-৬।

জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি, ২০২৫

অধ্যায় ১: ভূমিকা

লজিস্টিক্স একটি গতিশীল ও সৃজনশীল খাত, যা প্রতিযোগিতাপূর্ণ বৈশ্বিক ব্যবস্থায় সক্ষমতা ও উন্নয়নের অপরিহার্য অংশ হিসাবে বিবেচিত। একটি দেশের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পণ্য ও সেবা সরবরাহ ব্যবস্থার মেরুদন্ড হিসাবে এ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে উত্তরণের পর বাংলাদেশের বর্তমান শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত বাজার সুবিধা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের দাম বৃদ্ধি পাবে। এই বাড়তি খরচ সমন্বয়সহ অন্যান্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সার্বিকভাবে বাণিজ্য সক্ষমতা বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ। এ সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি কৌশলগত হাতিয়ার হিসাবে জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি, ২০২৫ প্রবর্তন করা হলো।

এ নীতির আলোকে লজিস্টিক্স খাত ও উপখাত সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বাণিজ্য প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগ বিকাশ এবং সাপ্লাই চেইনের সকল ধাপে গুণগতমান বৃদ্ধি ও লজিস্টিক্স খাতে বিশ্বমানের দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলায় এ নীতি সহায়ক হবে। লজিস্টিক্স সেবার উপখাতসমূহের বিকাশ, উপখাতভিত্তিক সুনির্দিষ্ট নীতি ও কৌশল প্রণয়ন এবং সমন্বিত ও পরিমাপযোগ্য কর্মসম্পাদন সূচক প্রবর্তন ও বাস্তবায়নে এ নীতি দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।

অধ্যায় ২ : শিরোনাম, সংজ্ঞার্থ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন

২.১ শিরোনাম

এ নীতি জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি, ২০২৫ নামে অভিহিত হবে।

২.২ সংজ্ঞার্থ

২.২.১ লজিস্টিক্স খাত : এ নীতির অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ‘লজিস্টিক্স খাত’ হলো গ্রাহকের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তার চাহিত পণ্য বা পরিষেবা প্রবাহের প্রারম্ভিক স্থল হতে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে, স্বল্পতম ব্যয়ে এবং সুনির্দিষ্ট সময়ে চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য সম্পৃক্ত সকল মাধ্যম ও কার্যক্রমের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা।

২.২.২ লজিস্টিক্স উপখাত : আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপনার সঙ্গে বহুবিধ উপখাত সম্পৃক্ত রয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ অনুযায়ী এই খাত-সংশ্লিষ্ট প্রচলিত ‘লজিস্টিক্স উপখাতসমূহ’ হলো সড়ক পরিবহণ ও যোগাযোগ সেবা, বিমান/এভিয়েশন সেবা, রেল পরিবহণ সেবা, সমুদ্রবন্দর সেবা, পণ্যবাহী সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল সেবা, আঞ্চলিক ফিডার ভেসেল ও লাইটার/কোস্টাল/উপকূলীয় জাহাজ চলাচল শিল্প সেবা, মেইন লাইন অপারেটর সেবা, অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ সেবা, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং সেবা, তেল/গ্যাস/এলএনজি (Liquefied Natural Gas/LNG) ট্যাংক টার্মিনাল সেবা, টেম্পারেচার কন্ট্রোল্ড লজিস্টিক্স/কোল্ড চেইন/কোল্ড স্টোরেজ সেবা, প্রাইভেট ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো ও কন্টেইনার ফ্রেইট স্টেশন সেবা, কুরিয়ার ও পোস্টাল সার্ভিস সেবা (অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক), রাইড শেয়ারিং সেবা, ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং সেবা, তথ্য ও প্রযুক্তিগত লজিস্টিক্স সেবা, ফাইন্যান্সিয়াল লজিস্টিক্স সেবা, যন্ত্রচালিত ট্রলারযোগে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ শিল্প সেবা, প্রাইভেট ওয়্যারহাউজ সেবা, ই-কমার্স লজিস্টিক্স সেবা এবং গ্লোবাল লজিস্টিক্স সেবা। এছাড়াও, অন্যান্য লজিস্টিক্স সেবাসমূহের মধ্যে রয়েছে এয়ার ফ্রেইট স্টেশন সেবা, এয়ার এক্সপ্রেস সেবা, থার্ড পার্টি লজিস্টিক্স (3PL) সেবা, ফোর্থ পার্টি লজিস্টিক্স (4PL) সেবা, ফিফথ পার্টি লজিস্টিক্স (5PL) সেবা ইত্যাদি।

২.২.৩ লজিস্টিক্স : 'লজিস্টিক্স' হলো ক্রেতার চাহিদা পূরণের জন্য 'প্রারম্ভিক স্থল (Point of Origin)' এবং 'চূড়ান্ত গন্তব্য (Point of Consumption)'-এর মধ্যকার উৎপাদিত পণ্য ও সেবার সঞ্চালন। মূলত, পণ্য উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ হতে উৎপাদন পরবর্তীকালে ক্রেতার নিকট সঠিক সময়ে সঠিক পণ্য গুণগতমান বজায় রেখে স্বল্পতম ব্যয়ে ক্রেতার শর্তানুযায়ী পৌঁছে দেওয়ার সামগ্রিক পরিবহণ সঞ্চালন ব্যবস্থাকে 'লজিস্টিক্স' বলে।

২.২.৪ সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট : 'সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট' হলো একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, যার মাধ্যমে ভোক্তার চাহিদামাফিক পণ্য উৎপাদন ও সেবা সরবরাহের জন্য কাঁচামাল ক্রয় হতে শুরু করে পরিকল্পনা, পণ্যের উৎস চিহ্নিতকরণ, পণ্য মজুতকরণ, বিপণন ও সরবরাহ কার্যক্রমকে বোঝায়। দক্ষ ও কার্যকর সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান ঠিক রেখে সঠিক ক্রেতার নিকট স্বল্প সময়ে ও সঠিক মূল্যে পৌঁছানো নিশ্চিত করা হয়।

২.২.৫ রিভার ইনফরমেশন সিস্টেম : 'রিভার ইনফরমেশন সিস্টেম' হলো দুর্ঘটনা হ্রাস, পরিবেশ সুরক্ষা, নাব্যতা নিশ্চিতকরণ ও অভ্যন্তরীণ নৌপথের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সংযোগে আধুনিক ট্র্যাকিং ব্যবস্থাপনা, যার ফলে অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ ও নৌ-ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা ও সমন্বয় করা যায়। অটোমেটিক আইডেনটিফিকেশন সিস্টেম, মেটিওরোলজিকাল ও হাইড্রোলজিকাল যন্ত্র, সফটওয়্যার, তথ্যপ্রযুক্তি, ইত্যাদির সমন্বিত রূপ হচ্ছে রিভার ইনফরমেশন সিস্টেম।

২.২.৬ টেম্পারেচার কন্ট্রোল্ড লজিস্টিক্স (TCL) : 'টেম্পারেচার কন্ট্রোলড লজিস্টিক্স' বা TCL হলো পণ্য পরিবহণের এমন একটি বিশেষায়িত প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উৎপাদন স্থল/কারখানা হতে উৎপাদিত পণ্য ক্রেতার নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রেখে পণ্যের গুণগত মান ও ব্যবহার উপযোগিতা নিশ্চিত করা হয়। কৃষি পণ্য, খাদ্য পণ্য, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য/কৃষি পণ্য, ঔষধসহ বিভিন্ন পণ্যের সুনির্দিষ্ট মান বজায় রেখে উপযুক্ত ক্রেতার নিকট পৌঁছে দিতে টেম্পারেচার কন্ট্রোলড লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই। টেম্পারেচার কন্ট্রোলড লজিস্টিক্স ব্যবস্থায় পণ্য উৎপাদন, গুদামজাতকরণ, পরিবহণ ও সংরক্ষণসহ সকল পর্যায়ে উপযুক্ত তাপমাত্রা নিশ্চিত করা হয়। উল্লেখ্য, কোল্ড চেইন লজিস্টিক্স হলো TCL-এর অন্যতম একটি প্রকারভেদ। এই ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তির রেফ্রিজারেটেড যানবাহন, যথা: হিমায়িত কন্টেইনার, কাভার্ড ভ্যান, কুলিং ভ্যান, কুলিং ওয়াগন ইত্যাদি ব্যবহারসহ ট্র্যাকিং ও ট্রেসিং ব্যবস্থার প্রয়োগ করা হয়।

২.২.৭ জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (Nationally Determined Contribution—NDC) : 'জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান' হলো একটি জলবায়ু পরিবর্তন-সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা (Action Plan), যা মূলত গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত লাঘবে অভিযোজন কার্যক্রম চিহ্নিত করে। প্যারিস জলবায়ু চুক্তির আওতায় প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র NDC প্রণয়ন এবং প্রতি ৫ বছর অন্তর তা হালনাগাদ করবে।

২.২.৮ এয়ার ফ্রেইট স্টেশন (AFS) : 'এয়ার ফ্রেইট স্টেশন (AFS)' হলো এমন একটি অবকাঠামোগত সুবিধা, যেখানে কার্গো চালান প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ এবং পরিবহণের বিভিন্ন মাধ্যমে (প্রধানত বিমান এবং স্থলযানে) স্থানান্তর করা হয়। AFS-গুলো সাধারণত বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে বা কাছাকাছি দূরত্বে থাকে এবং এয়ার কার্গো পরিবহণের জন্য লজিস্টিক্স চেইনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চূড়ান্ত গন্তব্যে কার্গো পরিবহণের জন্য বিমানে বা স্থলযানে বোঝাই (load) করার পূর্বে AFS-গুলোতে বাছাই, প্যাকেজিং, ডকুমেন্টেশন, কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হতে পারে।

২.২.৯ আরবান লজিস্টিক্স: আরবান লজিস্টিক্স বলতে নগর ও শহরাঞ্চলের মধ্যে পণ্য বা যানবাহন চলাচল পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণের একটি সমন্বিত প্রক্রিয়াকে বোঝায়। এর মূল লক্ষ্য হলো শহরের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি যানজট, পরিবেশ দূষণ এবং অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার মতো শহরের জন্য প্রযোজ্য চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করে কার্যকর ও টেকসই পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

২.৩ জাতীয় লজিস্টিক্স নীতির লক্ষ্য

বিশ্বমানের প্রযুক্তিভিত্তিক, টেকসই, সমন্বিত, সুদক্ষ ও পরিবেশবান্ধব লজিস্টিক্স ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি আঞ্চলিক বাণিজ্য ও লজিস্টিক হাবে রূপান্তর করা।

২.৪ জাতীয় লজিস্টিক্স নীতির উদ্দেশ্য

২.৪.১ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক সময়ের মধ্যে পণ্য উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহণ, জাহাজীকরণ, ছাড়করণ ও বিতরণসহ সামগ্রিক লজিস্টিক্স সেবায় দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে স্বল্প সময় ও ব্যয় নিশ্চিতকরণ;

২.৪.২ লজিস্টিক্স সেবা প্রদান সংক্রান্ত সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে একটি সমন্বিত কাঠামোয় অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে সাবলীল, নিরবচ্ছিন্ন ও কার্যকর লজিস্টিক্স প্রতিবেশ নিশ্চিতকরণ;

২.৪.৩ বহুমাধ্যমভিত্তিক (মাল্টিমোডাল) লজিস্টিক্স অবকাঠামো গড়ে তোলা এবং বিদ্যমান অবকাঠামোর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

২.৪.৪ বিশ্বমানের ট্র্যাকিং ও ট্রেসিং ব্যবস্থাপনাসহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটালাইজড লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;

২.৪.৫ বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও কাস্টমসসহ লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিবিধান, নীতি, পদ্ধতি ইত্যাদি কার্যকর, সহজীকরণ ও সুসমন্বিতকরণ;

২.৪.৬ লজিস্টিক্স খাতের চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা;

২.৪.৭ বিশ্বমানের বিনিয়োগবান্ধব প্রতিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে লজিস্টিক্স খাতের উপখাতসমূহে প্রতিযোগিতাপূর্ণ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ, সংরক্ষণ ও ক্রমপ্রসার;

২.৪.৮ লজিস্টিক্স পারফরম্যান্স সংক্রান্ত বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের সক্ষমতার ক্রমোন্নতি নিশ্চিতকরণ এবং বাংলাদেশকে আঞ্চলিক লজিস্টিক্স হাবে রূপান্তর;

২.৪.৯ লজিস্টিক্স খাতে সুরক্ষা, নিরাপত্তা, ও প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ;

২.৪.১০ বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থায় ফলপ্রসূ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে অন্তর্ভুক্তিমূলক, জেন্ডার সংবেদনশীল, পরিবেশবান্ধব ও জলবায়ু সহিষ্ণু লজিস্টিক্স অবকাঠামো ও সেবা প্রতিবেশ উন্নয়ন; এবং

২.৪.১১ ভবিষ্যতে লজিস্টিক্স-সংশ্লিষ্ট কার্যকর উদ্ভাবন, প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা গ্রহণ এবং ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ।

২.৫ জাতীয় লজিস্টিক্স নীতির বাস্তবায়ন

এ নীতি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর নিজস্ব সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। এসকল কর্মপরিকল্পনার সমন্বয়ে একটি সমন্বিত জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়ন করা হবে।

অধ্যায় ৩ : লজিস্টিক্স খাতের অবকাঠামো ও বিনিয়োগ

বিশ্বায়নের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বহুমাত্রিক ও বহুমাধ্যমভিত্তিক (মাল্টিমোডাল) দক্ষ পরিবহণ ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে পণ্য পরিবহণে ব্যয় ও সময় সাশ্রয় করা সম্ভব। বর্তমান পরিবহণ ব্যবস্থা সড়কপথকেন্দ্রিক হওয়ায় এ খাতে অবকাঠামো উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে সড়কের তুলনায় রেল এবং নৌপথে পণ্য পরিবহণ ব্যয় কম বিধায় এ খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এছাড়া, বাংলাদেশের বিভিন্ন পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার আলোকে পরিবহণ ব্যয় ও সময় হ্রাস, অপচয় রোধ এবং নির্ভরযোগ্যতার ভিত্তিতে নৌ, রেল, সড়ক ও আকাশ পথের মধ্যে একটি সুসমন্বিত পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ সমন্বিত ব্যবস্থায় প্রয়োজন অনুসারে আন্তঃমাধ্যম পরিবহণ ও পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে। বহুমাধ্যমভিত্তিক (মাল্টিমোডাল) সমন্বিত অবকাঠামো ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে উপখাতভিত্তিক উন্নয়ন কৌশলসমূহ হবে নিম্নরূপ :

৩.১ সড়ক ও সেতু অবকাঠামো

৩.১.১ দেশের সকল অর্থনৈতিক অঞ্চল, শিল্পাঞ্চল, বিমানবন্দর, নৌবন্দর, সমুদ্রবন্দর, স্থলবন্দর, ওয়্যারহাউজ, আইসিডি/কন্টেইনার ফ্রেইট স্টেশন এবং এয়ার ফ্রেইট স্টেশনকে জাতীয় মহাসড়কের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হবে।

৩.১.২ আন্তঃদেশীয় অর্থনৈতিক করিডোর চিহ্নিত করে সড়ক নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

৩.১.৩ যানজট কমানো এবং পণ্য পরিবহণে গতি আনতে বিদ্যমান সড়ক/মহাসড়কের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। এ লক্ষ্যে সড়ক/মহাসড়কের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা হবে এবং প্রয়োজনে নতুন সড়ক নির্মাণ করা হবে।

৩.১.৪ সড়ক অবকাঠামোতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সড়ক ব্যবহারকারীদের আগাম তথ্য প্রদান, পরিবহণ নিরাপত্তা, যানবাহন ট্র্যাকিং, ট্রেসিং এবং টোল প্লাজাসমূহের পূর্ণ অটোমেশন নিশ্চিত করা হবে। সড়ক পরিবহণের সহায়ক অবকাঠামো, যেমন—বিশ্রামাগার, সার্ভিস সেন্টার, রিফুয়েলিং স্টেশন, ইলেকট্রিক ভেহিকেল চার্জিং স্টেশন, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র, চাইল্ড কেয়ার সেন্টার, ওয়েটিং রুম, ওয়াশরুম ইত্যাদি নিশ্চিত করা হবে।

৩.১.৫ এছাড়া সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান করা হবে।

৩.১.৬ সড়ক, রেল ও নৌপথে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয়তার নিরিখে সেতু অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। এক্ষেত্রে সড়ক, নৌ, রেল ও সেতু কর্তৃপক্ষের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় সাধন করা হবে।

৩.১.৭ নৌরুটের উপর সেতু, কালভার্ট বা অন্য যেকোনো ধরনের অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে পণ্যবাহী নৌ চলাচলে কোনো বাধা হবে না মর্মে বাস্তবায়নকারী সকল মন্ত্রণালয়কে নিশ্চিত করতে হবে। ইতঃপূর্বে তৈরিকৃত অবকাঠামোসমূহে কোনো প্রতিবন্ধকতা হয়ে থাকলে, তা চিহ্নিতপূর্বক সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হবে।

৩.২ রেল অবকাঠামো

৩.২.১ রেলপথে পণ্য পরিবহণের সক্ষমতা ও হার বৃদ্ধিতে দেশের সকল অর্থনৈতিক অঞ্চল, আন্তঃদেশীয় অর্থনৈতিক করিডোর, শিল্পাঞ্চল, বিমানবন্দর, নৌবন্দর, সমুদ্রবন্দর, স্থলবন্দর এবং আইসিডি-এর (ICD) সঙ্গে রেল সংযোগ স্থাপন করা হবে।

৩.২.২ রেললাইন ও ইঞ্জিন আধুনিকায়নের মাধ্যমে রেলের গড় গতিবেগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান সকল মিটারগেজ রেল লাইনকে পর্যায়ক্রমে ব্রডগেজ এবং ডুয়াল লাইনে রূপান্তর করা হবে।

৩.২.৩ দেশের রেল নেটওয়ার্কে আন্তর্জাতিক মানের নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ শিডিউলড ফ্রেইট ট্রেন সার্ভিস, আধুনিক সিগন্যাল ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন, আধুনিক যন্ত্রনির্ভর পণ্য হ্যান্ডলিং ও কুলিং কার সংযোজন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে। আপৎকালীন জরুরি উদ্ধার কার্যক্রম ও দ্রুততম সময়ে পণ্য চলাচল নিশ্চিত করা হবে।

৩.২.৪ রেলপথ ও আনুষঙ্গিক অবকাঠামোর উন্নয়ন, নির্মাণ ও পরিচালনায় পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ এবং বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। অধিকন্তু, বিদ্যমান রেল সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

৩.৩ অভ্যন্তরীণ নৌপথ ও নৌবন্দর অবকাঠামো

৩.৩.১ যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের চাহিদার ভিত্তিতে নৌপথের গুরুত্বপূর্ণ রুটসমূহ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সুবিধাদি নির্মাণ করা হবে। বছরের সকল মৌসুম এবং সকল রুটে চলাচল উপযোগী পণ্যবাহী নৌযান নির্মাণ এবং নিয়মিত হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভের মাধ্যমে ড্রেজিং করে বছরব্যাপী নৌপথের নাব্যতা বজায় রাখা হবে।

৩.৩.২ যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের সুবিধা বিকাশে শিডিউলড বার্জ সার্ভিস প্রবর্তনসহ অভ্যন্তরীণ নৌপথসমূহের মধ্যে আন্তঃসংযোগ নিশ্চিত করা হবে। নৌপথে পণ্য পরিবহণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে নৌযানের উপযুক্ততা, চালক ও কর্মীদের দক্ষতাসহ অন্যান্য নিরাপত্তা সামগ্রী, নৌযান ও নৌ চালকদের নিবন্ধন/লাইসেন্স/পারমিট নিশ্চিত করা হবে।

৩.৩.৩ নৌপথের মাশুল হার যৌক্তিকীকরণ করা হবে এবং ব্যবসা ও পর্যটন খাতের বিকাশে উপ-আঞ্চলিক নৌ-সংযোগ বৃদ্ধিতে প্রাধান্য প্রদান করা হবে। নৌযান নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য বেসরকারি বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা হবে।

৩.৩.৪ নৌবন্দরের সঙ্গে সড়ক ও রেলপথের সংযোগ স্থাপন এবং নদীবন্দর হতে অন্যান্য পরিবহণ মাধ্যমে সহজে পণ্য স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে।

৩.৩.৫ ড্রেজিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নৌবন্দরে সকল আকারের নৌযানের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণ নিশ্চিত করা হবে।

৩.৩.৬ সাশ্রয়ী ও নিরাপদ কন্টেইনার টার্মিনাল এবং বন্ডেড ও নন-বন্ডেড ওয়্যারহাউজ নির্মাণের মাধ্যমে নৌপথে পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থাকে দক্ষ ও সাশ্রয়ী করে গড়ে তোলা হবে।

৩.৩.৭ গুরুত্বপূর্ণ নৌবন্দরসমূহকে River Information System (RIS)-এর আওতায় নিয়ে আসা হবে। নৌবন্দরসমূহ পরিচালনায় দক্ষ জনবল ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণের সময় ও ব্যয় কমিয়ে আনা হবে।

৩.৪ সমুদ্রবন্দর অবকাঠামো

৩.৪.১ সমুদ্রবন্দরের সঙ্গে সড়ক, রেলপথ, আকাশ ও অভ্যন্তরীণ নৌপথের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের সকল অর্থনৈতিক অঞ্চল, আন্তঃদেশীয় অর্থনৈতিক করিডোর, শিল্পাঞ্চল, বিমানবন্দর, নৌবন্দর, স্থলবন্দর, ওয়্যারহাউজ আইসিডি/কন্টেইনার ফ্রেইট স্টেশন এবং এয়ার ফ্রেইট স্টেশনকে সংযুক্ত করতে প্রয়োজনীয় পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় নিশ্চিত করা হবে।

৩.৪.২ সমুদ্রবন্দরে পণ্য ওঠা-নামা করার জন্য অত্যাধুনিক সরঞ্জাম সংযোজন এবং সমুদ্রবন্দরের নিকট কন্টেইনার/পণ্যের নিরাপদ মজুতের জন্য ওয়্যারহাউজ/অফ ডক (off dock)/আইসিডি সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে। বন্ডেড ওয়্যারহাউজ ব্যবস্থাপনা এবং প্রি-অ্যারাইভাল প্রসেসিং এর মাধ্যমে বন্দরে পণ্য ওঠা-নামার সময় কমিয়ে আনা হবে।

৩.৪.৩ গভীর সমুদ্রবন্দরের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে সমুদ্র পথে বাণিজ্যের আঞ্চলিক হাবে পরিণত করা হবে। এছাড়া, সমুদ্রবন্দর অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদানসহ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP)-কে উৎসাহিত করা হবে।

৩.৫ বিমানবন্দর অবকাঠামো

৩.৫.১ আকাশপথে পণ্য পরিবহণের জন্য বিশেষায়িত (Dedicated) কার্গো সার্ভিস চালু এবং এয়ার কার্গো টার্মিনাল স্থাপন করা হবে। একই সঙ্গে দেশের সকল আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরে পৃথকভাবে আধুনিক কার্গো সার্ভিস চালু এবং ওয়্যারহাউজ নির্মাণ করা হবে।

৩.৫.২ আকাশপথে পণ্য পরিবহণ প্রক্রিয়া আরও নিরাপদ, দক্ষ এবং সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি বিমানবন্দরে আধুনিক পণ্য হ্যান্ডলিং ও অপারেশন এবং কাস্টমস সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। এয়ার ফ্রেইট স্টেশন এবং বন্ডেড ওয়্যারহাউজ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বন্দরে পণ্য ওঠা-নামার সময় ও ব্যয় হ্রাস করা হবে।

৩.৫.৩ দেশের সকল বিমানবন্দরের বিদ্যমান পণ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আধুনিক সরঞ্জাম ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে আকাশপথে পণ্য পরিবহণের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে। কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য, ঔষধ, মৎস্য, খাদ্যপণ্য ইত্যাদির গুণগতমান নিশ্চিতকরণে বিমানবন্দরে বিশেষায়িত কোল্ড চেইন ব্যবস্থাপনা ও গ্রিন চ্যানেল স্থাপন করা হবে।

৩.৫.৪ বিমানবন্দর অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান করা হবে।

৩.৬ স্থলবন্দর অবকাঠামো

৩.৬.১ দেশের সকল স্থল বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

৩.৬.২ পণ্য হ্যান্ডলিং-এর ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সংরক্ষণের জন্য পণ্যভিত্তিক বিশেষায়িত আধুনিক বন্ডেড এবং নন-বন্ডেড ওয়্যারহাউজ নির্মাণের মাধ্যমে পরিবহণকৃত পণ্যের গুণগতমান অক্ষুণ্ন রেখে পরিবহণজনিত ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা হবে।

৩.৬.৩ স্থল বন্দরসমূহে অটোমেটেড বর্ডার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রবর্তনের মাধ্যমে কাস্টমস ব্যবস্থাপনা আরও পেশাদার ও কার্যকর করা হবে।

৩.৬.৪ স্থল বন্দর অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান করা হবে।

৩.৬.৫ অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই ব্যতীত স্থলবন্দর স্থাপন নিরুৎসাহিত করা হবে।

৩.৭ অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপো/ওয়্যারহাউজ অবকাঠামো

৩.৭.১ সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দর এবং রেল স্টেশনের নিকটবর্তী সুবিধাজনক স্থানে প্রয়োজনীয়সংখ্যক অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপো (ICD)/কন্টেইনার ফ্রেইট স্টেশন (CFS)/এয়ার ফ্রেইট স্টেশন (AFS)/অফ ডক/ওয়্যারহাউজ/সকল পণ্যভিত্তিক বন্ডেড ওয়্যারহাউজ/সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যারহাউজ নির্মাণ করা হবে।

৩.৭.২ আইসিডি/সিএফএস/অফ ডক/ওয়্যারহাউজের জন্য নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বন্দর হতে অফ ডক/অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপোতে কন্টেইনার এন্ট্রি ও এক্সিটের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা সহজীকরণ করা হবে।

৩.৭.৩ কন্টেইনার নির্মাণ, মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে বেসরকারি উদ্যোক্তা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান করা হবে।

৩.৮ টেম্পারেচার কন্ট্রোল্ড লজিস্টিক্স অবকাঠামোর উন্নয়ন

৩.৮.১ কৃষি, ঔষধ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ শিল্পের বিকাশ, পরিবহণজনিত অপচয় হ্রাস এবং আন্তর্জাতিক বাজারে এ সকল পণ্যের বাজারজাতকরণের প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য দেশব্যাপী কৌশলগত অবস্থানে টেম্পারেচার কন্ট্রোল্ড লজিস্টিক্স অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে।

৩.৮.২ এক্ষেত্রে প্রতিটি জেলার উৎপাদন সক্ষমতা বিবেচনায় রাখা হবে। কুলিং ভ্যানসহ টেম্পারেচার কন্ট্রোল্ড যানবাহন, যন্ত্রাংশ আমদানি, সংযোজন ও উৎপাদন শিল্পের বিকাশে নীতি সহায়তা প্রদান করা হবে।

৩.৮.৩ টেম্পারেচার কন্ট্রোল্ড লজিস্টিক্স অবকাঠামোর বিকাশে ফরওয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ তৈরিতে নীতি সহায়তা প্রদান করা হবে। এছাড়া, বেসরকারি খাত কর্তৃক সমুদ্র, নৌ ও বিমান বন্দরসমূহের নিকট টেম্পারেচার কন্ট্রোল্ড ওয়্যারহাউজ গড়ে তুলতে নীতি সহায়তা প্রদান করা হবে।

৩.৯ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে লজিস্টিক্স অবকাঠামো

৩.৯.১ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি অর্থনৈতিক অঞ্চল ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের মহাপরিকল্পনায় লজিস্টিক্স হাব নির্মাণে স্থান নির্ধারণ ও অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হবে।

৩.৯.২ প্রতিটি অর্থনৈতিক অঞ্চল ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে কন্টেইনার ফ্রেইট স্টেশন (CFS) এবং বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধাসহ মাল্টিমোডাল লজিস্টিক্স হাব নির্মাণ করা হবে। বর্ণিত অঞ্চলসমূহকে সড়কের পাশাপাশি রেলপথ ও নৌপথের মাধ্যমে দেশের লজিস্টিক্স নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে।

৩.৯.৩ সর্বোপরি, এসকল অঞ্চলের অভ্যন্তরে ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান, লরি, কন্টেইনার কারসহ যাবতীয় যানবাহনের জন্য কেন্দ্রীয় ফ্রেইট টার্মিনাল ও ডিপো স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৩.১০ আরবান লজিস্টিক্স অবকাঠামো

৩.১০.১ যানজট কমানো এবং পণ্য পরিবহণে গতি আনতে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীসহ দেশের অন্যান্য সিটিকর্পোরেশন ও দেশের বড় শহরসমূহে শহরকেন্দ্রিক পণ্য পরিবহণ ও ব্যবস্থাপনা উন্নত করা হবে।

৩.১০.২ শহরকেন্দ্রিক সুনির্দিষ্ট লজিস্টিক্স হাব, গুদাম, বা লোডিং-আনলোডিং পয়েন্ট নির্মাণের মাধ্যমে পণ্য ডেলিভারিতে বিলম্ব এবং পরিবহণ খরচ হ্রাস করতে হবে। শহরকেন্দ্রিক রপ্তানিমুখী শিল্পসমূহে কাঁচামাল আমদানি ও পণ্য রপ্তানিতে মেট্রোপলিটন ও আরবান লজিস্টিক্স এর পৃথক গুরুত্ব থাকায় এ খাতে সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩.১০.৩ মহানগরীকেন্দ্রিক সড়ক, রেল এবং নদীপথের সমন্বয়ে পণ্য পরিবহণ ও গণযোগাযোগ উভয়ক্ষেত্রেই মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

৩.১০.৪ সহায়ক সংস্থা হিসাবে এক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা সুনির্দিষ্ট করা হবে।

৩.১১ লজিস্টিক্স খাতে বিনিয়োগ

৩.১১.১ বাংলাদেশের লজিস্টিক্স খাতের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সরকার ইতোমধ্যে একটি বহুমাধ্যমভিত্তিক লজিস্টিক্স মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ মাস্টার প্ল্যানের উপর ভিত্তি করে লজিস্টিক্স খাতের অগ্রাধিকার প্রকল্পসমূহ চিহ্নত করা হবে এবং নতুন বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত মাধ্যম নিশ্চিত করা হবে। দেশের বিভিন্ন লজিস্টিক্স উপখাতসমূহে বিনিয়োগকারীদের জন্য অনেক সুযোগ রয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে বিনিয়োগ নিরাপত্তা, গ্রাহক সেবা ও নীতি সহায়তার মাধ্যমে লজিস্টিক্স খাতে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষত, বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণে সুস্পষ্ট আর্থিক কৌশল, যেমন—Dedicated fund, Viability Gap Funding (VGF) mechanisms, বেসরকারি খাতের জন্য নির্দিষ্ট আর্থিক প্রণোদনা ইত্যাদি সংবলিত বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা থাকা জরুরি। এই নীতিমালার আওতায় লজিস্টিক্স খাতে একটি বিনিয়োগ গাইডলাইন প্রস্তুত করা হবে।

৩.১১.২ এ নীতিমালা ও জাতীয় বিনিয়োগ গাইডলাইনের আওতায় সমন্বিত পরিবহণ ব্যবস্থা, বন্দর উন্নয়ন, আধুনিক ওয়্যারহাউজ, গোডাউন ও বিতরণ কেন্দ্র স্থাপন, সরবরাহ ব্যবস্থাপনা (Supply Chain Management), ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন এবং মানবসম্পদ ও দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগ নিশ্চিত করা হবে।

৩.১১.৩ জাতীয় লজিস্টিক্স অবকাঠামোর জন্য বিনিয়োগের ধরনসমূহ :

ক) সরকারি বিনিয়োগ: সরকার নিজস্ব তহবিল, বৈদেশিক ঋণ এবং অনুদানের মাধ্যমে বৃহৎ ভৌত অবকাঠামো প্রকল্প, বন্দর উন্নয়ন, ডিজিটাল অবকাঠামো ও মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়ন করবে।

খ) বেসরকারি বিনিয়োগ: বেসরকারি খাতকে গুদাম, আধুনিক পরিবহণ, ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো (ICD), কোল্ড চেইন লজিস্টিকস এবং ই-কমার্স ডেলিভারি নেটওয়ার্কের মতো খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে হবে। এই খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কর রেয়াত ও অবকাশ, শুল্ক ছাড়, অন্যান্য প্রযোজ্য প্রণোদনা এবং নীতি সহায়তা প্রদান করা হবে।

গ) পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) বিনিয়োগ: দেশের অন্যান্য PPP মডেলের প্রকল্পের ন্যায় লজিস্টিক্স খাতে বেসরকারি খাতকে বড় অবকাঠামো প্রকল্পে PPP মডেলের মাধ্যমে বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান করা হবে।

অধ্যায় ৪ : লজিস্টিক্স খাত ও বাণিজ্য সহজীকরণ

৪.১ দক্ষ লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাণিজ্য সহজীকরণ করা এবং দ্রুততম সময়ে ও স্বল্প ব্যয়ে পণ্য ছাড়করণের মাধ্যমে লজিস্টিক্স সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নয়ন করা হবে।

৪.২ ব্যবসা-বাণিজ্যের সময় ও ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে এ নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পণ্য আমদানি ও রপ্তানি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন, নীতি, বিধি, পদ্ধতি সহজীকরণ, সমন্বিতকরণ এবং ডব্লিউটিও ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্টের বিধিবিধান বাস্তবায়ন করে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।

৪.৩ বাণিজ্য সহজীকরণের আওতায় কাস্টমস পদ্ধতি, সার্টিফিকেশন পদ্ধতি ও আমদানি-রপ্তানি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের নিজস্ব ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন ও উন্নয়ন, পণ্য জাহাজিকরণ ও ছাড়করণ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করা হবে।

৪.৪ দ্রুততম সময়ের মধ্যে পণ্য খালাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পেপারলেস কাস্টমস (ডিজিটাল ও অনলাইনভিত্তিক শুল্কায়ন প্রক্রিয়া, ইলেকট্রনিক কাস্টমস ডিক্লারেশন, ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন, অটোমেটেড ক্লিয়ারেন্স সিস্টেম), অটোমেটেড বর্ডার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, পোর্ট কমিউনিটি সিস্টেম, অটোমেটেড প্রি এরাইভাল প্রসেসিং, রিস্ক টার্গেটিং সেন্টার ও অটোমেটেড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, অ্যাডভান্সড কার্গো ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, অ্যাডভান্সড প্যাসেঞ্জার ইনফরমেশন সিস্টেম, প্যাসেঞ্জার নেম রেকর্ড, অ্যাডভান্সড রুলিংস এবং পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট ব্যবস্থাপনা দ্রুততম সময়ে চালু ও সমন্বয় করা হবে। এক্ষেত্রে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ, বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং এদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সমন্বিতভাবে এবং মিউচুয়াল রিকগনিশন এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে কাজ করা হবে।

৪.৫ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুসমন্বিতকরণ ও সহজীকরণের লক্ষ্যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-এর ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট (TFA)-এর সকল সূচক এবং লজিস্টিক্স-সংক্রান্ত বাংলাদেশের অঙ্গীকারসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়টি ত্বরান্বিত করতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন National Trade Facilitation কমিটিসহ সকল সংশ্লিষ্ট সরকারি, বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান কাজ করবে।

৪.৬ বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের কর্মতৎপরতা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী নিয়মিত পরিমাপ ও প্রকাশ করা হবে।

অধ্যায় ৫ : লজিস্টিক্স খাতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার

৫.১ বর্তমানে লজিস্টিক্স খাতের বিভিন্ন সাব-সেক্টরে ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ডিজিটালাইজেশনের পূর্ণ সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে আংশিক ডিজিটালাইজেশনের পরিবর্তে একটি সমন্বিত ডিজিটালাইজড লজিস্টিক্স প্ল্যাটফর্ম গঠন করা হবে যাতে এন্ড-টু-এন্ড ডিজিটালাইজেশনের সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যায়।

৫.২ বিশ্বমানের ট্র্যাকিং ও ট্রেসিং ব্যবস্থাপনাসহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটালাইজড লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং প্রযুক্তি ও আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা-সংবলিত একটি সমন্বিত ডিজিটাল লজিস্টিক্স অবকাঠামো তৈরি ও ব্যবস্থাপনা করা। এলক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে :

৫.২.১ লজিস্টিক্স খাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট দেশি-বিদেশি সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ (পণ্য উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী, ওয়্যারহাউজ পরিচালনাকারী এবং পরিবহণকারীসহ সাপ্লাই চেইনের সকল স্টেকহোল্ডার) কর্তৃক বর্তমানে ব্যবহৃত সকল ডিজিটাল পদ্ধতির (অর্ডার ম্যানেজমেন্ট, ইনভেন্টরি, পরিবহণ ইত্যাদির) উপাত্ত বিনিময় (Data Sharing) ও আন্তঃপরিচালন (Interoperability) সুবিধা নিশ্চিত করাসহ পারস্পরিকভাবে সংযুক্তির মাধ্যমে একটি ডিজিটাল ইকোসিস্টেম তৈরি এবং পণ্য পরিবহণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পৌঁছানো (End to End) ও গতিপথ অনুসরণের জন্য তাৎক্ষণিক (Real Time) অনুসন্ধান ব্যবস্থা (Tracing and Tracking System) কার্যকর করা হবে।

৫.২.২ পণ্য পরিবহণে গতি আনয়নে দেশের সকল সড়ক পথে ও সেতুর জন্য পণ্য পরিবহণে স্বয়ংক্রিয় টোল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে। স্বয়ংক্রিয় টোল ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে পর্যায়ক্রমে সকল লজিস্টিক করিডোরে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে (Automated) টোল আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫.২.৩ Information Technology Enabled Services (ITES) প্রযুক্তির ব্যবহার করে মহাসড়কে যানজট ব্যবস্থাপনা, কনজেশন প্রাইসিং (Congestion Pricing), আবহাওয়ার অবস্থা, জ্বালানি-সাশ্রয়ী রুট ও পরিবহণ পরিকল্পনা, যানবাহনের রিয়েল টাইম ট্র্যাকিং, সড়ক নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয় নিশ্চিত করা হবে।

৫.২.৪ ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমের বর্ধিত ও কার্যকর ব্যবহার, Escrow অ্যাকাউন্ট-এর মাধ্যমে ক্রেতা-বিক্রেতার স্বার্থ রক্ষা, ডিজিটাল স্বাক্ষর সংযোজন, ইলেকট্রনিক্যালি কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স, চালানসহ সকল দলিলের ডেটা সংরক্ষণ, ডেটা প্রাপ্তি ও ডেটা যাচাইকরণ এবং তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫.২.৫ লজিস্টিক্স সংশ্লিষ্ট সকল অভিযোগ গ্রহণ, মনিটরিং, প্রতিকার এবং সেবা সহজীকরণে করা হবে।

৫.২.৬ বাংলাদেশের লজিস্টিকস খাতের দক্ষতা বৃদ্ধি, ব্যবসা সহজীকরণ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান সুসংহতকরণের লক্ষ্যে সমন্বিত ডিজিটালাইজড লজিস্টিক্স প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সমন্বিত ওয়ান স্টপ প্ল্যাটফর্ম (One Stop Platform) গঠন করা হবে, যা ডিজিটাল লজিস্টিক্স প্ল্যাটফর্মের একটি ইন্টারফেস হিসাবে কাজ করবে।

৫.২.৭ সমন্বিত ওয়ান স্টপ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কাস্টমস, বন্দর, পরিবহণ, গুদামজাতকরণ, কর ও শুল্ক, ব্যাংকিং এবং রপ্তানি-আমদানি ছাড়পত্রসহ সংশ্লিষ্ট সব ধরনের তথ্য বা সেবা (যেমন, একাধিক পরিষেবা প্রদানকারীর কোটেশন ও বিকল্পের মধ্যে তুলনার, সুবিধাজনক সেবা পছন্দ ও গ্রহণের সুযোগ) একই কাঠামোর আওতায় প্রদান করা হবে।

৫.২.৮ প্ল্যাটফর্মের নিরাপত্তা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে এবং ইন্টারনেট অব থিংস (IoT) এর মাধ্যমে রিয়েল-টাইম ডেটা আদান-প্রদান, কন্টেইনার ও পণ্য ট্র্যাকিং এবং সাপ্লাই চেইন মনিটরিং কার্যকর করা হবে।

৫.২.৯ প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়নে National Data Governance Infrastructure (NDGI) স্ট্যান্ডার্ডস অনুসরণ করা হবে এবং তথ্য বিনিময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সাইবার সিকিউরিটি গাইডলাইন মেনে চলা হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সংস্থার মধ্যে কার্যকর তথ্য আদান-প্রদানের জন্য জাতীয় ই-সার্ভিস বাস ব্যবহার করা হবে।

অধ্যায় ৬ : লজিস্টিক্স খাতে মানবসম্পদ ও দক্ষতা উন্নয়ন

৬.১ লজিস্টিক্স খাতকে অধিকতর কার্যকর ও যুগোপযোগী করার জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক দক্ষ ও প্রযুক্তি-জ্ঞানসম্পন্ন বিশেষায়িত কর্মী গড়ে তোলা হবে। সে লক্ষ্যে—

৬.১.১ লজিস্টিক্স সংশ্লিষ্ট কাজের ধরন অনুসারে উপখাতসমূহ শনাক্ত করা হবে, যেমন : সাপ্লাই চেইন, ওয়্যারহাউজ, পরিবহণ, সিএন্ডএফ, কাস্টমস ও ট্রেড কমপ্লায়েন্স, ট্রেড ডেটা এনালাইসিস, প্রকিউরমেন্ট, ব্যয় ও গুণগতমান নিরীক্ষা, লজিস্টিক্স ইত্যাদি;

৬.১.২ উপখাতভিত্তিক জরিপ ও গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে লজিস্টিক্স খাতের প্রয়োজনীয় কর্মী সংখ্যা ও তাদের বর্তমান দক্ষতা নিরূপণ, দক্ষ মানবসম্পদের ভবিষ্যৎ চাহিদা ও জোগান প্রক্ষেপণ এবং দক্ষতাসংক্রান্ত ঘাটতি বিশ্লেষণ করা হবে;

৬.১.৩ ঘাটতি পূরণে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, পাঠ্যক্রম ও পাঠ পদ্ধতির উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয়সংখ্যক দক্ষ শিক্ষক ও প্রশিক্ষক তৈরি করা হবে;

৬.১.৪ লজিস্টিক্স খাতের বিভিন্ন পর্যায়ের দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সুনির্দিষ্ট পেশাভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন এবং আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য পেশাভিত্তিক সনদায়নের ব্যবস্থা করা হবে;

৬.১.৫ দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানে ফ্রেশ স্কিলিং ছাড়াও পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (Recognition of Prior Learning), পুনঃদক্ষতায়ন (Re-Skilling), উচ্চতর দক্ষতায়ন (Up-Skilling) প্রশিক্ষণ, শিক্ষানবিশি (Apprenticeship) এবং ইন্টার্নশিপকে গুরুত্ব প্রদান করা হবে;

৬.১.৬ দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সরকার, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী, এনজিও, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের পরস্পরিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা হবে;

৬.১.৭ বিদেশি বিশেষায়িত কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষতা হস্তান্তর (Skills Transfer) এবং সনদায়নের ক্ষেত্রে মিউচুয়াল রিকগনিশন এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর (MRA) নিশ্চিত করা হবে।

৬.২ কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১১-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লজিস্টিক খাতের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকল্পে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান, বিদ্যমান নারী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, তাদের কাজের জন্য সহায়ক ও উপযুক্ত কর্মপরিবেশ তৈরি এবং কাজের সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৬.৩ এ খাতের উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে লজিস্টিক্স শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যায়ক্রমে স্ব স্ব কর্মীদের দক্ষ কর্মীতে রূপান্তর করবে। একই সঙ্গে নিয়োজিত কর্মীর কল্যাণ, অনুকূল কর্মপরিবেশ, পেশাগত সুরক্ষা ও নিরাপত্তাসহ শ্রম আইন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিধিবিধানে বিধৃত বিষয়াদি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে।

অধ্যায় ৭ : পরিবেশবান্ধব লজিস্টিক্স খাত ব্যবস্থাপনা

৭.১ পরিবেশ সুরক্ষায় বাংলাদেশ কর্তৃক বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় অভিযোজনের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশবান্ধব লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। সে লক্ষ্যে, জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৮-এর আলোকে বাংলাদেশের Nationally Determined Contribution (NDC), জাতীয় জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা, ২০২২-২০৪১ (National Climate Prosperity Plan, 2022-2041), National Adaptation Plan, 2050, বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০, জাতীয় তেল ও রাসায়নিক নিঃসরণ কন্টিনজেন্সি পরিকল্পনা, ২০২০ এবং পরিবেশ-সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ইত্যাদি অনুসরণ করতে হবে। সে লক্ষ্যে—

৭.১.১ লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপনায় বিরাজমান কার্যক্রম অথবা প্রকল্প হতে পরিবেশ ও প্রাণ বৈচিত্র্য সুরক্ষার সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিষয়াদি চিহ্নিতকরণপূর্বক পর্যায়ক্রমে পরিবেশবান্ধব করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৭.১.২ এ নীতির আওতায় যে-কোনো নতুন প্রকল্প অথবা কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট সকল আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ইত্যাদি অনুসরণ করতে হবে;

৭.১.৩ লজিস্টিক্স ব্যবস্থাপনায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় অভিযোজন কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে;

৭.১.৪ লজিস্টিক্স-সম্পর্কিত সকল কার্যক্রমে পরিবেশবান্ধব প্রক্রিয়া ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে হবে।

অধ্যায় ৮ : লজিস্টিক্স খাতে সেফটি, সিকিউরিটি ও কমপ্লায়েন্স

৮.১ লজিস্টিক্স খাতে সেফটি, সিকিউরিটি ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে নিরোধ (Prevention), প্রস্তুতি (Preparedness) এবং প্রতিক্রিয়া (Response) বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের লজিস্টিক্স-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন/নীতিমালা/প্রটোকল/চুক্তি/কনভেনশন ইত্যাদির আলোকে প্রতিপালনসহ (Compliance) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি নিশ্চিত করা হবে :

৮.১.১ লজিস্টিক্স খাতের প্রতিটি উপখাতের কার্যসম্পাদনকালে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রতিপালন নিশ্চিত করা হবে;

৮.১.২ পণ্য পরিবহণ প্রবাহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জিপিএস, ট্র্যাকিং ও ট্রেসিংসহ (Tracking and Tracing) আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত পদ্ধতিসমূহ চালু, দুর্ঘটনা প্রতিরোধে নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা নির্দেশিকা প্রদান করা হবে;

৮.১.৩ সকল শ্রেণির পরিবহণে এবং সড়ক, নৌ ও রেলপথে পর্যাপ্তসংখ্যক আধুনিক প্রযুক্তি সুবিধা-সংবলিত যানবাহন ও যন্ত্রাদির সংযোজন; অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ; নদী ও সমুদ্রপথে চলাচলকারী সকল যানবাহনে বেতার যন্ত্র সংযোজন এবং ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম গঠনের মাধ্যমে এ খাতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে;

৮.১.৪ পণ্যবাহী সকল পরিবহণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে যানবাহনের উপযুক্ততা, চালক ও কর্মীদের নিবন্ধন/লাইসেন্স/সনদসহ প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সামগ্রী নিশ্চিত করা হবে;

৮.১.৫ পণ্য পরিবহণ নিরাপদ করার লক্ষ্যে সার্ভেইলেন্স ক্যামেরা, পর্যাপ্ত সার্ভিস সেন্টার, রিফুয়েলিং স্টেশন, জরুরি SOS Point, ইলেকট্রিক ভেহিকেল চার্জিং স্টেশন, সার্ভিস লেন নির্মাণ, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র, পণ্যবাহী গাড়িচালকদের জন্য বিশ্রামাগার, এবং যানবাহনের জরুরি মেরামতের জন্য পরিকল্পিত অবকাঠামো তৈরি করা হবে;

৮.১.৬ বিপজ্জনক পণ্যের পরিবহণ, গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণ, বন্দোবস্ত ও বিনষ্টকরণসহ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করা হবে;

৮.১.৭ লজিস্টিক্স খাতের সকল উপখাতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করা হবে;

৮.১.৮ লজিস্টিক্স খাতে দুর্ঘটনা বিমা সুবিধা নিশ্চিত করা হবে;

৮.১.৯ সেফটি, সিকিউরিটি ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষিত ও সনদপ্রাপ্ত জনবল নিয়োগ নিশ্চিত করা হবে;

৮.১.১০ সেফটি, সিকিউরিটি ও কমপ্লায়েন্স সেবা ব্যবস্থাপনায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হবে; এবং

৮.১.১১ স্ব স্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দ্রুততম সময়ে অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ নিশ্চিত করা হবে।

অধ্যায় ৯ : নীতি বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

৯.১ লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা, সংশোধন ও মূল্যায়নে নিম্নোক্ত তিনটি উপায়ে দিক্‌নির্দেশনা প্রদান ও সমন্বয় সাধন করা হবে :

(ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর/প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন কাউন্সিল;

(খ) প্রধানমন্ত্রীর/প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি; এবং

(গ) প্রধানমন্ত্রীর/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের লজিস্টিক নীতি বাস্তবায়ন, সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ইউনিট।

৯.২ জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন কাউন্সিল (National Council for Logistics Development—NCLD)

বাংলাদেশের লজিস্টিক্স খাতের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন কাউন্সিল গঠিত হবে। লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/মাননীয় উপদেষ্টা ও সচিবগণ এ কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

৯.২.১ জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন কাউন্সিলের গঠন

১	**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা**	**সভাপতি**
২	মাননীয় উপদেষ্টা/মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩	মাননীয় উপদেষ্টা/মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	মাননীয় উপদেষ্টা/মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	মাননীয় উপদেষ্টা/মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	মাননীয় উপদেষ্টা/মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭	মাননীয় উপদেষ্টা/মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮	মাননীয় উপদেষ্টা/মন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯	মাননীয় উপদেষ্টা/মন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০	মাননীয় উপদেষ্টা/মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
১২	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
১৩	প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	সদস্য

১৪	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
১৫	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	সদস্য
১৬	লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	২ জন সদস্য
১৭	প্রধানমন্ত্রীর/প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব	সদস্য-সচিব

* প্রযোজ্যক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্থানে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ও মাননীয় মন্ত্রীর স্থানে মাননীয় উপদেষ্টা স্থলাভিষিক্ত হবেন।

৯.২.২ জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন কাউন্সিলের কর্মপরিধি ও সভা আহ্বান

(ক) জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন নিশ্চিতকরণে দিক্‌নির্দেশনা প্রদান;

(খ) লজিস্টিক্স খাতে বিনিয়োগ আহরণ ও ব্যবসা প্রসারে কৌশলগত দিক্‌নির্দেশনা প্রদান; এবং

(গ) লজিস্টিক্স খাতের বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ চাহিদার ভিত্তিতে জাতীয় লজিস্টিক্স নীতির পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংশোধন ও অনুমোদন।

(ঘ) বছরে কমপক্ষে দুইবার জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন কাউন্সিল-এর সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত কাউন্সিল প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্‌ট করতে পারবে। প্রধানমন্ত্রীর/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের লজিস্টিক নীতি বাস্তবায়ন, সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ইউনিট এ কাউন্সিলের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

৯.৩ জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি (National Logistics Development and Coordination Committee/NLDCC)

প্রধানমন্ত্রীর/প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি গঠিত হবে। লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিব ও বেসরকারি খাতের অংশীজনবৃন্দ এই কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবেন। কোনো কার্যক্রম বাস্তবায়নে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ের প্রয়োজন হলে, তা জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটিতে উপস্থাপনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হবে।

৯.৩.১ জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির গঠন

১	**প্রধানমন্ত্রীর/প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব**	**সভাপতি**
২	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
৩	সচিব, প্রধানমন্ত্রীর/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়	সদস্য
৪	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	সদস্য

৬	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭	সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সদস্য
৮	সচিব, সেতু বিভাগ	সদস্য
৯	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
১১	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
১২	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য
১৪	সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫	সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৭	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
১৮	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ	সদস্য
১৯	নির্বাহী চেয়ারম্যান, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
২০	উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
২১	প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	সদস্য
২২	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি	সদস্য
২৩	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন	সদস্য
২৪	প্রেসিডেন্ট, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	সদস্য
২৫	প্রেসিডেন্ট, ফরেইন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	সদস্য
২৬	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সোসাইটি	সদস্য
২৭	চেয়ারম্যান, শিপার্স কাউন্সিল অব বাংলাদেশ	সদস্য
২৮	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
২৯	প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো এসোসিয়েশন	সদস্য
৩০	প্রেসিডেন্ট, ই-কমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ	সদস্য
৩১	চেয়ারপারসন, বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট	সদস্য
৩২	লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	২ জন সদস্য
৩৩	মহাপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের লজিস্টিক নীতি বাস্তবায়ন, সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ইউনিট	সদস্য-সচিব

৯.৩.২ জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির কর্মপরিধি ও সভা আহ্বান

ক) জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন;

খ) লজিস্টিক্স খাতে বিনিয়োগ আকর্ষণে নীতিগত সহায়তা প্রদান ও বিদ্যমান নীতি কাঠামো সহজীকরণ;

গ) লজিস্টিক্স উপখাতভিত্তিক নীতি ও উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নে সার্বিক দিক্‌নির্দেশনা প্রদান;

ঘ) জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি বাস্তবায়নে খাতভিত্তিক সমন্বয় সাধন; এবং

ঙ) স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/দপ্তর/কর্তৃপক্ষসমূহ কর্তৃক মূল কর্মসম্পাদন সূচকভিত্তিক (KPI) কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং উক্ত বিষয়াদি জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন কাউন্সিলকে অবহিতকরণ।

চ) জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি প্রতি ০৩ (তিন) মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবে। উক্ত কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের '**লজিস্টিক নীতি ইউনিট**' এ কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

৯.৪ লজিস্টিক নীতি বাস্তবায়ন, সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ইউনিট গঠন

৯.৪.১ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের একজন মহাপরিচালকের অধীনে লজিস্টিক নীতি বাস্তবায়ন, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের জন্য একটি বিশেষায়িত ইউনিট গঠিত হবে। উক্ত ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মহাপরিচালকের অধীনে সরকার প্রয়োজনীয়সংখ্যক কর্মকর্তা/কনসালটেন্ট/এক্সপার্ট নিয়োগ করতে পারবে।

৯.৪.২ ইউনিটটি জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন কাউন্সিল এবং জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করে একটি লজিস্টিক্স নীতি বাস্তবায়ন মহাপরিকল্পনা ও বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবে। কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাউন্সিল ও কমিটির সদস্যবৃন্দের নিকট প্রেরিত হবে এবং ইউনিটের ড্যাশবোর্ডে প্রদর্শিত হবে।

৯.৪.৩ উক্ত ইউনিট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করবে। কোনো প্রকল্পে একাধিক মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা থাকলে, মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে যেন কাজের কোনো পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তা নিশ্চিত করবে।

৯.৪.৪ উক্ত ইউনিট লজিস্টিক্স নীতিতে গৃহীত মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশকসমূহ (পরিশিষ্ট-ক) নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন করবে এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অর্জনে তা হালনাগাদ করার জন্য কাউন্সিল ও কমিটির নিকট সুপারিশমালা উপস্থাপন করবে।

৯.৪.৫ উক্ত ইউনিট লজিস্টিক্স নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আইন, বিধি বা সরকারের কোনো কার্যক্রমের পদ্ধতিগত পরিবর্তন প্রয়োজন হলে, তা সরকারের নিকট প্রস্তাব আকারে দাখিল করবে (লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আইন/নীতিমালা/বিধিমালার তালিকা : পরিশিষ্ট-খ)।

৯.৪.৬ উক্ত ইউনিট লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ ও সহযোগিতা নিশ্চিত করবে।

৯.৪.৭ উক্ত ইউনিট লজিস্টিক্স নীতির অধীন গৃহীত প্রতিটি উদ্যোগ, প্রকল্প, অবকাঠামো ও মানবসম্পদ উন্নয়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবে। উদ্যোগ ও প্রকল্প বাস্তবায়নে কোনো বাধা বা সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানের সুপারিশ করবে।

৯.৪.৮ উক্ত ইউনিট লজিস্টিক্স খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন নিশ্চিতকরণে কার্যকর কৌশল এবং সমাধান তৈরির লক্ষ্যে লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সমন্বয়ে বিশদ আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে চিহ্নিত উক্ত খাতের প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং তা সমাধানে প্রয়োজনীয় নীতি সংস্কার ও প্রক্রিয়া সহজীকরণ-বিষয়ক সুপারিশমালা/প্রস্তাবনা (পরিশিষ্ট-গ) বাস্তবায়ন সমন্বয় করবে।

৯.৪.৯ উক্ত ইউনিট সমন্বিত ডিজিটালাইজড লজিস্টিক্স প্ল্যাটফর্ম এবং ওয়ান স্টপ প্ল্যাটফর্ম-এর সমন্বয় করবে।

৯.৫ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

৯.৫.১ এ নীতি একটি চলমান দলিল (Living Document) হিসাবে বিবেচিত হবে। প্রয়োজনের নিরিখে পর্যালোচনার (Review) মাধ্যমে নীতিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা যাবে;

৯.৫.২ এ নীতি বাস্তবায়নে লজিস্টিক্স-সংক্রান্ত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাদের মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক (KPI)-সংবলিত বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে;

৯.৫.৩ এ নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান কোনো আইন/বিধি/প্রবিধান/নীতি/গেজেট/সার্কুলার ইত্যাদিতে কোনো অসামঞ্জস্য থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা চিহ্নিত করে যথাযথ প্রক্রিয়ায় সমন্বয় ও সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

৯.৫.৪ উক্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্য-সংবলিত মনিটরিং টুল প্রণয়নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন অগ্রগতি স্ব স্ব ড্যাশবোর্ডে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবে; এবং

৯.৫.৫ সময়ের চাহিদা, বাস্তবতা এবং আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার নিরিখে এ নীতি বাস্তবায়নকালে প্রণীত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনাতে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা যাবে।

অধ্যায় ১০ : বিবিধ

১০.১ নিম্নবর্ণিত পরিশিষ্ট এ নীতির অংশ হবে, যথা :

পরিশিষ্ট ক : মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশকসমূহ;

পরিশিষ্ট খ : লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নীতি, আইন ও বিধি-বিধানের তালিকা;

পরিশিষ্ট গ : লজিষ্টিক্স খাতের বিস্তারিত নীতি সংস্কার প্রস্তাবনা।

১০.২ জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি, সময়ে সময়ে, পরিশিষ্ট সংশোধন করিতে পারিবে।

অধ্যায় ১১ : রহিতকরণ

জাতীয় লজিস্টিক্স নীতি, ২০২৪ এতদ্দ্বারা রহিত করা হলো।

পরিশিষ্ট ক : মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক

১.১ এ নীতিমালার আওতায় প্রণীত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে লজিস্টিক্স খাতে অবকাঠামো উন্নয়ন, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার, মানবসম্পদ ও দক্ষতা উন্নয়ন, বিনিয়োগ ও পরিবেশবান্ধব লজিস্টিক্স খাত ব্যবস্থাপনাসহ সম্পৃক্ত বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর নিজস্ব সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। এছাড়া, বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিমাপপূর্বক প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে এসকল কর্মপরিকল্পনার বিপরীতে সুনির্দিষ্ট KPI (মূল কর্মসম্পাদন নির্দেশক) নির্ধারণ করবে। এক্ষেত্রে KPI নির্ধারণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে :

১.১.১ নীতি, নিয়ন্ত্রক, প্রাতিষ্ঠানিক ও সমন্বয় কার্যক্রম সংক্রান্ত

- লজিস্টিক্স-সংক্রান্ত পরিকল্পনা, গবেষণা, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনার সংখ্যা
- লজিস্টিক্স উন্নয়ন সংক্রান্ত সরকারি প্রকল্পের সংখ্যা ও প্রকল্প মূল্য
- লজিস্টিক্স খাতে উন্নয়ন সহযোগীদের কারিগরি সহায়তার ধরন ও আর্থিক সহায়তার পরিমাণ
- সংস্কার পরিকল্পনার অংশ হিসাবে নীতি/প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের সংখ্যা
- লজিস্টিক্স-সংক্রান্ত বৈশ্বিক ইনডেক্স/ইনডিসেস ট্র্যাকিং ব্যবস্থা
- অভিযোগ নিষ্পত্তির সংখ্যা ও সময়কাল
- দেশের সামগ্রিক লজিস্টিক্স ব্যয় হ্রাসের হার

১.১.২ লজিস্টিক্স অবকাঠামো ও সেবা সংক্রান্ত

- কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স ও বর্ডার ক্লিয়ারেন্স সময় ও সংখ্যা
- শিপ টার্ন অ্যারাউন্ড সময়
- কন্টেইনার ডুয়েল সময়
- শিপ-টু-শোর ইন্টারচেঞ্জের গুণগতমান
- সড়ক সংযোগ ও সেবার গুণগতমান
- মেরিটাইম সংযোগের গুণগতমান
- বন্দর অবকাঠামোর ক্ষমতা/সেবার সক্ষমতা
- গুদাম/স্টোরসমূহ, যথা—আইসিডি, ওয়্যারহাউজ ইত্যাদির গুণগতমান, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সংখ্যা ও সেবার সক্ষমতা
- সড়ক ও রেল পরিবহণ ব্যবস্থার গুণগতমান, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সক্ষমতা
- অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ ব্যবস্থার গুণগতমান, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সক্ষমতা

- লজিস্টিক্স সেবাসমূহ, যথা—থ্রিপিএল লজিস্টিক্স, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং, সিএন্ডএফ এজেন্ট, কনসোলিডেটর, ট্রাক সার্ভিস ইত্যাদির গুণগতমান, দক্ষতা ও সক্ষমতা
- এয়ার ফ্রেইট লজিস্টিক্স সেবার গুণগতমান, দক্ষতা ও সক্ষমতা
- কৃষি/কৃষি ব্যবসায়/মৎস্য ব্যবসায়/স্বাস্থ্যসেবা সংশ্লিষ্ট লজিস্টিক্স অবকাঠামো ও সেবার দক্ষতা ও গুণগতমান
- ইনল্যান্ড/অভ্যন্তরীণ কুরিয়ার সেবার গুণগতমান, দক্ষতা ও সক্ষমতা
- লজিস্টিক্স-সংক্রান্ত নিয়ম/প্রটোকল/সেবার স্ট্যান্ডার্ড আন্তর্জাতিক চাহিদার সঙ্গে সমন্বয় করা
- আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের সময় ও ব্যয়
- নিরাপত্তা প্রতিপালন (Safety Compliance)

১.১.৩ বিনিয়োগ-সংক্রান্ত

- লজিস্টিক্স খাতে বিনিয়োগ চাহিদা (খাতওয়ারি সম্ভাব্য বিনিয়োগের পরিমাণ)
- দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ প্রকল্প সংখ্যা ও প্রকল্প মূল্য
- লজিস্টিক্স খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ প্রকল্প সংখ্যা ও প্রকল্প মূল্য
- বিনিয়োগ আকর্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (খাতওয়ারি পরিমাণ)
- লজিস্টিক্স খাতে বিনিয়োগ পরিবেশ সংক্রান্ত সূচকে অবস্থান
- লজিস্টিক্স খাতের বিনিয়োগকারীদের সেবা প্রদান (সেবা সংখ্যা ও প্রদানকাল)
- লজিস্টিক্স খাতে প্রস্তাবিত প্রকল্পে জনবলের সংখ্যা

১.১.৪ লজিস্টিক্স দক্ষতা সংক্রান্ত

- দক্ষতার ঘাটতির পরিমাণ (ট্রেড অনুযায়ী)
- লজিস্টিক্স খাতে দক্ষতা বৃদ্ধিতে পাঠ্যক্রম, পাঠ্যবস্তু, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক এবং আন্তর্জাতিক মান অনুসরণে প্রণয়ন
- লজিস্টিক্স খাতের দক্ষতা প্রশিক্ষণ/ডিগ্রি/সার্টিফিকেট প্রদান সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান
- লজিস্টিক্স খাতে সনদধারী পেশাদার বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা
- লজিস্টিক্স খাতে দক্ষতা বৃদ্ধিতে বৈশ্বিক পার্টনারশিপ, সমঝোতা, অ্যাক্রেডিটেশন
- লজিস্টিক্স ইকোসিস্টেমে জাতীয়ভাবে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের সনদপ্রাপ্ত দক্ষ/স্বল্পদক্ষ কর্মীর অনুপাত
- লজিস্টিক্স খাতের প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক কল্যাণ ব্যবস্থাপনা

১.১.৫ লজিস্টিক্স ডিজিটালাইজেশন সংক্রান্ত

- লজিস্টিক্স খাতের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য দেশীয় ড্যাশবোর্ড প্রণয়ন
- লজিস্টিক্স খাতের দেশীয় ড্যাশবোর্ডের ব্যবহারমাত্রা ও ব্যবহারকারীদের সন্তুষ্টি
- সরকারি প্রতিষ্ঠান/নীতি নির্ধারক কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম প্রণয়ন
- লজিস্টিক্স/পরিবহণ খাতের জন্য ট্র্যাকিং ও ট্রেসিং টুল প্রণয়ন
- লজিস্টিক্স খাতের গ্লোবাল ডিজিটাল স্ট্যান্ডার্ড চিহ্নিতকরণ এবং কমপ্লায়েন্স-সংক্রান্ত চাহিদা নিরূপণ
- লজিস্টিক্স-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ডিজিটালাইজেশন এবং আন্তঃপরিচালন (Interoperability)
- আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহৃত সিস্টেমসমূহের সঙ্গে আন্তঃপরিচালন (Interoperability) নিশ্চিতকরণ
- ই-মেরিটাইম সিঙ্গেল উইন্ডো প্রবর্তন
- লজিস্টিক্স-সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক সেবার সংখ্যা
- দেশি ও আন্তর্জাতিক লজিস্টিক্স সেবা দাতা ও গ্রহীতাদের সুবিধার্থে লজিস্টিক্স সেবা সংক্রান্ত তথ্যের অ্যাপস/ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সংখ্যা
- দেশীয় আইসিটি খাতকে লজিস্টিক্স ডিজিটালাইজেশন সংক্রান্ত সুবিধাদি সম্পর্কে অবহিতকরণ।

পরিশিষ্ট খ : লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নীতি, আইন ও বিধি-বিধানের তালিকা

বাংলাদেশের লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট চিহ্নিত নীতি/আইন/বিধি/নীতিমালা/পরিকল্পনা/নির্দেশিকার তালিকা নিম্নরূপ :

লজিস্টিক্স খাত	নীতি/আইন/বিধি/নীতিমালা/পরিকল্পনা/নির্দেশিকা
সার্বিক	১. রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭ ২. বিদ্যমান আমদানি নীতি আদেশ ৩. প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ ৪. The National Integrated Multimodal Transport Policy 2013 ৫. জাতীয় শিল্প নীতি ২০২২ ইত্যাদি
সড়ক পরিবহণ	৬. স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যান, ২০০৫ ৭. রোড মাস্টার প্ল্যান, ২০০৯ ৮. সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ ৯. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ ১০. দ্য ক্যারিয়ারস অ্যাক্ট, ১৮৬৫ ১১. মহাসড়ক আইন, ২০২১ ১২. দ্য টোলস অ্যাক্ট, ১৮৫১ ১৩. দ্য বেঙ্গল ফেরিস অ্যাক্ট, ১৮৮৫ ১৪. বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) আইন, ২০১৬ ১৫. সড়ক পরিবহণ বিধিমালা, ২০২২ ১৬. ইলেকট্রিক মোটরযান রেজিস্ট্রেশন ও চলাচল নীতিমালা, ২০২৩ ১৭. মোটরযানের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা নীতিমালা, ২০১২ ১৮. মহাসড়ক ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা, ২০২০ ১৯. সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪ স্ট্রোক থ্রি-হুইলার সার্ভিস নীতিমালা, ২০০৭ ২০. জাতীয় স্থল পরিবহন নীতিমালা, ২০০৪ ২১. টোল নীতিমালা, ২০২৪ ২২. ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস গাইডলাইন, ২০১০ ইত্যাদি
রেলওয়ে পরিবহণ	২৩. রেলওয়ে মাস্টার প্ল্যান, ২০১৯ ২৪. দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন (রেলওয়েস) অ্যাক্ট, ১৯৮০ ২৫. দ্য রেলওয়ে অ্যাক্ট, ১৮৯০ ২৬. মেট্রোরেল আইন, ২০১৫ ইত্যাদি

লজিস্টিক্স খাত	নীতি/আইন/বিধি/নীতিমালা/পরিকল্পনা/নির্দেশিকা
সমুদ্রবন্দর ও হিন্টারল্যান্ড এক্সিম (আমদানি-রপ্তানি) টার্মিনাল	২৭. বাংলাদেশ মার্চেন্ট শিপিং আইন, ২০২০ ২৮. দ্য ক্যারেজ অফ গুডস বাই সি অ্যাক্ট, ১৯২৫ ২৯. দ্য বিল অব ল্যাডিং আইন, ১৮৫৬ ৩০. বাংলাদেশ মার্চেন্ট শিপিং অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ ৩১. চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৪ ইত্যাদি
স্থলবন্দর	৩২. বেনাপোল স্থল বন্দর অপারেশন ও ম্যানেজমেন্ট বিধিমালা, ২০০৭ ৩৩. বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৩ ইত্যাদি
অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ	৩৪. বাংলাদেশ ইনল্যান্ড ওয়াটার করপোরেশন অর্ডার, ১৯৭২ ৩৫. ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট অথরিটি রুলস, ১৯৫৯ ৩৬. ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট (টাইম অ্যান্ড ফেয়ার এপ্রুভাল) রুলস, ১৯৭০ ৩৭. বাংলাদেশ ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (কন্ডাক্ট অব বিজনেস) রুলস, ১৯৭০ ৩৮. প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট অ্যান্ড ট্রেড, ২০১৫ ৩৯. পোর্ট এ্যাক্ট, ১৯০৮ ৪০. বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন (নৌরুট পারমিট, সময়সূচি ও ভাড়া নির্ধারণ) বিধিমালা-২০১৯ ৪১. বাংলাদেশ মার্চেন্ট শিপিং আইন, ২০২০ ৪২. দ্য ক্যারেজ অফ গুডস বাই সি অ্যাক্ট, ১৯২৫ ৪৩. দ্য বিল অব ল্যাডিং আইন, ১৮৫৬ ৪৪. সমুদ্র বন্দরসমূহের কার্গো এবং কন্টেইনার হ্যান্ডলিং বিধিমালা (যেমন : মোংলা পোর্ট পরিচালনা (কার্গো এবং কন্টেইনার) প্রবিধানমালা-২০১০ ইত্যাদি
বিমানপথে পরিবহণ ও বিমানবন্দর অবকাঠামো	৪৫. দ্য ক্যারেজ বাই এয়ার (ইন্টারন্যাশন্যাল কনভেনশন) অ্যাক্ট, ১৯৬৬ ৪৬. দ্য ক্যারেজ বাই এয়ার অ্যাক্ট, ১৯৩৪ ৪৭. আকাশপথে পরিবহণ (মন্ট্রিল কনভেনশন) আইন, ২০২০ ৪৮. সিভিল এভিয়েশন রুলস, ১৯৮৪ ৪৯. বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৭ ৫০. বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ ৫১. বিমান-নিরাপত্তা বিরোধী অপরাধ দমন আইন, ১৯৯৭ ৫২. এভিয়েশন রুলস ইত্যাদি

লজিস্টিক্স খাত	নীতি/আইন/বিধি/নীতিমালা/পরিকল্পনা/নির্দেশিকা
ওয়্যারহাউজিং	৫৩. খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, মজুত, স্থানান্তর, পরিবহণ, সরবরাহ, বিতরণ ও বিপণন (ক্ষতিকর কার্যক্রম প্রতিরোধ) আইন, ২০২৩ ৫৪. কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ ইত্যাদি
কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স	৫৫. কাস্টমস আইন, ২০২৩ ৫৬. ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি, ২০২৩ ৫৭. কাস্টমস ট্যারিফ শিডিউল (সর্বশেষ সংস্করণ) ৫৮. এক্সপ্রেস পদ্ধতির আওতাভুক্ত পণ্যচালান দ্রুত খালাসকরণ বিধিমালা, ২০২৪ ৫৯. Customs Strategic Plan (2024-2028) ইত্যাদি
সিএন্ডএফ এজেন্ট	৬০. কাস্টমস এজেন্ট লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০২০ ইত্যাদি
ফ্রেইট ফরওয়ার্ডাস	৬১. ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস (লাইসেন্সিং ও কার্য-পরিচালনা) বিধিমালা, ২০০৮ ইত্যাদি
বেসরকারি আইসিডি/ সিএফএস/অফ ডক	৬২. বেসরকারি আইসিডি/সিএফএস বা অফ ডক স্থাপন ও পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২১ ইত্যাদি
আয়কর ও শুল্ক	৬৩. আয়কর আইন, ২০২৩ ৬৪. মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ ৬৫. উন্নয়ন সারচার্জ ও লেভী (আরোপ ও আদায়) আইন, ২০১৫ ৬৬. বেঙ্গল মোটর ভেহিকেলস ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৩২ ৬৭. কাস্টমস এজেন্ট লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০২০ ইত্যাদি
বিনিয়োগ ও বিনিয়োগ সেবা	৬৮. বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫ ৬৯. ফরেন প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট (প্রমোশন অ্যান্ড প্রটেকশন) অ্যাক্ট, ১৯৮০ ৭০. ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮ ইত্যাদি
আঞ্চলিক চুক্তি	৭১. ইন্দো-বাংলাদেশ প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়ে ট্রানজিট অ্যান্ড ট্রেড ৭২. এগ্রিমেন্ট অন দ্য ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্ক ৭৩. Bangladesh, Bhutan, India, and Nepal Motor Vehicle Agreement 2015 ইত্যাদি
রাইড শেয়ারিং	৭৪. রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭ ইত্যাদি

লজিস্টিক্স খাত	**নীতি/আইন/বিধি/নীতিমালা/পরিকল্পনা/নির্দেশিকা**
কুরিয়ার সার্ভিস	৭৫. মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস পরিচালনা বিধিমালা, ২০১৩ ইত্যাদি
ই-কমার্স	৭৬. জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা (সংশোধিত), ২০২০ ৭৭. ডিজিটাল কমার্স পরিচালনা নির্দেশিকা, ২০২১ ৭৮. ডিজিটাল বিজনেস আইডেন্টিটি (ডিবিআইডি) নিবন্ধন নির্দেশিকা, ২০২২ ইত্যাদি
বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহণ	৭৯. ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ ৮০. জাতীয় সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহন নীতিমালা, ২০১৩ ইত্যাদি
পরিবেশ-সম্পর্কিত আইন/নীতি	৮১. বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ ৮২. বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ ইত্যাদি
তথ্য ও প্রযুক্তি	৮৩. জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮ ইত্যাদি
স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং	৮৪. বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন আইন, ২০১৮ ৮৫. বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন প্রবিধানমালা, ২০২২ ইত্যাদি

পরিশিষ্ট গ : লজিস্টিক্স খাতের বিস্তারিত নীতি সংস্কার প্রস্তাবনা
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ক্রম	মুখ্য সমস্যাবলি ও সমাধানে করণীয়	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)
১	(ক) বন্দরের পণ্যজট হ্রাস, পণ্যচালান দ্রুত খালাস এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়নের জন্য বেসরকারি ICD/অফ ডক-এ আমদানিযোগ্য পণ্য শ্রেণির সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ। (খ) আইসিডিতে ফুল কন্টেইনার লোড (FCL)-এর পাশাপাশি লেস কন্টেইনার লোড (LCL)-এর পণ্যচালান পরিচালনার অনুমতি প্রদান।	বেসরকারি আইসিডি/সিএফএস বা অফডক (Off-Dock) স্থাপন ও পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২১ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, আদেশ ও বিধিবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধন।
২	শুল্কায়ন জটিলতা নিরসনে বেসরকারি ICD/অফ ডক-এ আমদানিযোগ্য পণ্যের তালিকায় সকল পণ্যের নামের পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট HS Code উল্লেখ নিশ্চিতকরণ।	এ সংক্রান্ত আদেশ সংশোধনের মাধ্যমে পণ্যের নামের পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট HS Code উল্লেখ করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
৩	বেসরকারি আইসিডি/কন্টেইনার ফ্রেইট স্টেশন (CFS) বা অফ ডক (Off-Dock) স্থাপনে বিমান বন্দর/নৌ-বন্দর হতে যৌক্তিক দূরত্ব নির্ধারণ।	যৌক্তিক দূরত্ব নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট নীতিমালা সংশোধন।
৪	আমদানিকৃত পণ্য খালাস দ্রুততর করার লক্ষ্যে কম ঝুঁকিপূর্ণ পণ্য খালাসে গ্রিন চ্যানেল চালু এবং Authorized Economic Operator (AEO) ব্যবস্থার আওতা বৃদ্ধি করা।	কাস্টমস আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধন; অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর (স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২৪ এর যথাযথ প্রয়োগ ও সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন।
৫	বন্ডেড লাইসেন্সিং-এর ক্ষেত্রে United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) গাইডলাইন অনুসরণ করা।	UNCTAD গাইডলাইন অনুসরণপূর্বক ওয়্যারহাউজ লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০২৪-এ প্রয়োজনীয় সংশোধন।
৬	রপ্তানি পণ্যে বৈচিত্র্য এবং রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে পোশাক খাতের পাশাপাশি অন্যান্য অগ্রাধিকার খাতসমূহ, SME এবং আংশিক রপ্তানিকারকদের জন্য বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধা প্রদান।	এ সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও ওয়্যারহাউজ লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০২৪ এ প্রয়োজনীয় সংশোধন।
৭	ব্যবসা খরচ হ্রাসে খালি কন্টেইনার পুনর্ব্যবহার সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন।	খালি কন্টেইনার ব্যবহার উৎসাহিত করতে প্রয়োজনীয় বিধিমালা/ গাইডলাইন প্রণয়ন।
৮	আন্তর্জাতিক এয়ার এক্সপ্রেসগুলোকে বন্ডেড ট্রান্সফার সুবিধা প্রদান।	এ সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন।
৯	এয়ারসাইড অপারেশনের জন্য নির্বাচিতভাবে পৃথক অফ ডক বন্ড লাইসেন্স প্রদান।	এ সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়ন।

ক্রম	মুখ্য সমস্যাবলি ও সমাধানে করণীয়	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)
১০	এক্সপ্রেস শিপমেন্টের ক্ষেত্রে দ্রুত পণ্য খালাসের (ইমিডিয়েট গুডস রিলিজ) স্ট্যান্ডার্ড প্রক্রিয়া অনুসরণ।	WTO Trade Facilitation Agreement আর্টিকেল ৭(৮) ও World Customs Organization-এর গাইডলাইন অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
১১	আন্তর্জাতিক এয়ার এক্সপ্রেস অপারেটরসহ সকল ক্ষেত্রে ভ্যাট ও এআইটি আদায়ে দ্বৈততা পরিহার।	সংশ্লিষ্ট আইন/বিধিমালা সংশোধন।
১২	পণ্য চালান খালাসে জটিলতা নিরসন ও ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক এয়ার এক্সপ্রেস সেবা প্রদানকারীদের সেলফ ক্লিয়ারেন্স সুবিধা প্রদান।	এক্সপ্রেস পদ্ধতির আওতাভুক্ত পণ্যচালান দ্রুত খালাসকরণ বিধিমালা, ২০২৪-এ প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়ন ও কার্যকরকরণ।
১৩	আমদানিকৃত পণ্য বিশেষত বন্ডেড সুবিধায় আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে ট্র্যাকিং এবং শিল্পভিত্তিক কার্গো ট্রেসিং ব্যবস্থা প্রচলনের লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক সিল ও লক সেবা চালুকরণ।	ইলেকট্রনিক সিল ও লক সেবা বিধিমালা, ২০২৪ অনুযায়ী সেবা প্রদানকারী নিয়োগের মাধ্যমে ট্র্যাকিং ও ট্রেসিং সুবিধা চালুকরণ।
১৪	স্থলবন্দরের মাধ্যমে খালাসযোগ্য পণ্যের সংখ্যা ও পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ।	প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই করে স্থলবন্দরভিত্তিক আমদানিযোগ্য পণ্যের আওতা বৃদ্ধি; স্থল শুল্ক স্টেশন ও স্থল বন্দরসমূহের আধুনিকায়ন।
১৫	কায়িক পরীক্ষা হার কমাতে স্বয়ংক্রিয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন।	কাস্টমস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিশনারেট কার্যকরকরণের লক্ষ্যে Standard Operating Procedure (SOP) প্রণয়ন ও কাস্টমস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২৫ এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ।
১৬	ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের জন্য সর্বোচ্চ শেয়ার হোল্ডিং-এর সীমাবদ্ধতার বিষয়টি যৌক্তিকীকরণ এবং তা বর্তমান সময়ের লজিস্টিক্স চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা।	ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস (লাইসেন্সিং ও কার্য-পরিচালনা) বিধিমালা, ২০০৮-এ প্রয়োজনীয় সংশোধন।
১৭	পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট (PCA) পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল এবং আধুনিক প্রযুক্তির ঘাটতি নিরসন।	পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট (PCA) ও অন্যান্য নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কারিগরি সক্ষমতা ও অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।

ক্রম	মুখ্য সমস্যাবলি ও সমাধানে করণীয়	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)
১৮	কার্যকর প্রি-অ্যারাইভাল ক্লিয়ারেন্স প্রক্রিয়া না থাকা।	প্রি-অ্যারাইভাল প্রসেসিং বিধিমালার কার্যকর বাস্তবায়ন এবং রোটেশন পদ্ধতিকে সার্বক্ষণিক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় রূপান্তর করা।
১৯	কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট অসংবেদনশীল (Non-sensitive) পণ্যের তালিকা না থাকা।	কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংবেদনশীল (Sensitive) পণ্যের তালিকা হালনাগাদপূর্বক অন্য সকল পণ্য অসংবেদনশীল (Non-sensitive) হিসাবে ঘোষণা করা।
২০	রপ্তানিকারকদের নথিপত্রে সাধারণ/অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তির ক্ষেত্রে কাস্টমস কর্তৃক জরিমানার বিধান যৌক্তিকীকরণ।	কাস্টমস আইনে বিদ্যমান বিধান যাচাই করে এ ধরনের সমস্যা নিরসনের প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়ন।
২১	পণ্যচালান খালাসে সময় হ্রাসকরণের লক্ষ্যে দক্ষ জনবল ও আধুনিক প্রযুক্তির নন ইন্ট্রুসিভ ইন্সপেকশন এর ব্যবহার বৃদ্ধি।	দক্ষ জনবল ও আধুনিক প্রযুক্তির নন ইন্ট্রুসিভ ইন্সপেকশন এর ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বন্দর কর্তৃপক্ষের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।
২২	পণ্য চালান আমদানি রপ্তানির কার্যক্রম সহজীকরণ ও স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পাদনের লক্ষ্যে কাস্টমস সিস্টেমের সঙ্গে এবং বন্দর এর সিস্টেমের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিতকরণ।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ।
২৩	দীর্ঘ সময়ের জমে থাকা পণ্য নিয়মিত এবং দ্রুত খালাসের কার্যকর ব্যবস্থার গ্রহণ।	বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে নিয়মিত অখালাসকৃত পণ্যের নিলাম আয়োজনসহ প্রয়োজনীয় আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ; নিলামের কার্যক্রম সম্পূর্ণ অটোমেশনের আওতায় পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ।
২৪	কোল্ড চেইন এবং ফার্মাসিউটিক্যালস লজিস্টিক্সের জন্য আলাদা এবং নির্দিষ্ট অফ-ডকের ব্যবস্থা করা।	এ সংক্রান্ত প্রচলিত আইন ও বিধিবিধান সহজীকরণ।
২৫	বৈদ্যুতিক গাড়ি ব্যবহারে উৎসাহ বাড়াতে প্রয়োজনীয় প্রণোদনা প্রদান।	দেশে পরিবেশবান্ধব গাড়ি সংযোজনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ আমদানিতে প্রণোদনা প্রদান অথবা আমদানি শুল্ক যৌক্তিকীকরণ; দেশে সংযোজন সম্ভব নয় এমন পরিবেশবান্ধব গাড়ি আমদানিতে প্রণোদনা প্রদান।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

ক্রম	মুখ্য সমস্যাবলি ও সমাধানে করণীয়	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)
২৬	বিপজ্জনক পণ্য চালান চিহ্নিতকরণ, নির্ধারণ, সংরক্ষণ ও পরিবহণ প্রক্রিয়ায় আধুনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন।	International Maritime Dangerous Goods (IMDG) কোড অব স্ট্যান্ডার্ড প্রতিপালন করা এবং আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সমন্বয় করে আইন ও বিধি প্রণয়ন।
২৭	বাংলাদেশি পতাকাবাহী জাহাজ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বিধায় বিদেশি পতাকাবাহী জাহাজ অপারেটরদের অসুবিধা দূরীকরণে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯-এর কতিপয় ধারার যৌক্তিক সংশোধন।	আমদানি, রপ্তানি ও অর্থনীতির বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনায় সরকারি, দেশি ও বিদেশি শিপিং কোম্পানির সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯-এর সহজীকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
২৮	আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনায় স্থলবন্দরসমূহে ওয়ান স্টপ সার্ভিস ব্যবস্থা চালুকরণ।	ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো (NSW) পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করার মাধ্যমে স্থলবন্দরসমূহে ওয়ান স্টপ সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।
২৯	ই-মেরিটাইম TRS (Time Release Study) ব্যবস্থার প্রচলন।	সিঙ্গেল উইন্ডো ট্র্যাকিং এবং ট্রেসিং সিস্টেম প্রচলনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

ক্রম	মুখ্য সমস্যাবলি ও সমাধানে করণীয়	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)
৩০	দেশের অভ্যন্তরে কিংবা আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যে প্রচলিত ই-কমার্স খাতকে কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা।	ই-কমার্স সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধিবিধান সংশোধন ও প্রয়োজনে নতুন নীতিমালা প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ।

রেলপথ মন্ত্রণালয়

ক্রম	মুখ্য সমস্যাবলি ও সমাধানে করণীয়	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)
৩১	রেলওয়ের পরিচালনা এবং অবকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি।	বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান করা।
৩২	রেলপথভিত্তিক ICD নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ।	রেলপথভিত্তিক ICD নির্মাণের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

শিল্প মন্ত্রণালয়

ক্রম	মুখ্য সমস্যাবলি ও সমাধানে করণীয়	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)
৩৩	পণ্য টেস্টিং-এর ক্ষেত্রে সময় অপচয় রোধকল্পে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন টেস্টিং ফ্যাসিলিটি/ গবেষণাগার নির্মাণে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি।	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন আইন, ২০১৮-এর প্রয়োজনীয় সংশোধন।
৩৪	জাতীয় শিল্প নীতি ২০২২-এ লজিস্টিক্স খাতের চিহ্নিত উপখাতসমূহের মধ্যে আন্তর্জাতিক এয়ার এক্সপ্রেস সেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।	বর্তমান ২১টি আলাদা উপখাতের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক এয়ার এক্সপ্রেস সেবাকে নতুন উপখাত হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা।
৩৫	দেশের গুরুত্বপূর্ণ বন্দরসমূহে লজিস্টিক্স হাব ও উপযুক্ত উৎপাদন ও বিতরণে টেম্পারেচার কন্ট্রোলড লজিস্টিক্স ব্যবস্থা চালুকরণ।	টেম্পারেচার কন্ট্রোলড লজিস্টিক্স (TCL) সুবিধা ও পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন।

বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

ক্রম	মুখ্য সমস্যাবলি ও সমাধানে করণীয়	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)
৩৬	এয়ার ফ্রেইটের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণ ব্যয় হ্রাসকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান অত্যধিক এয়ার ট্যারিফ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খরচ যৌক্তিকীকরণ।	বাংলাদেশের প্রতিযোগী দেশসমূহের এয়ার ট্যারিফ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য চার্জ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে যৌক্তিক হারে এয়ার ট্যারিফ ও অন্যান্য চার্জ নির্ধারণ।
৩৭	এয়ার কার্গোর মাধ্যমে পণ্য সরবরাহের সময় ও ব্যয় হ্রাসে পর্যাপ্ত ফ্রেইট স্টেশন স্থাপন।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে বিদ্যমান বিধিবিধান সংশোধন অথবা বন্ডেড ফ্রেইট স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন।
৩৮	আকাশ পথে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে 'রেড কান্ট্রি লিস্ট'-থেকে বাংলাদেশের নাম প্রত্যাহার করার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।	আন্তর্জাতিক মহলে কার্যকর কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

ক্রম	মুখ্য সমস্যাবলি ও সমাধানে করণীয়	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)
৩৯	কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে লজিস্টিক্স খাতে দক্ষ জনবল তৈরি।	লজিস্টিক্স খাত সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশীজনদের মতামতের ভিত্তিতে শিল্পখাতের চাহিদামাফিক লজিস্টিক্স খাতে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা-সংবলিত পরিকল্পনা গ্রহণ, এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মানের কারিকুলাম ও প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

ক্রম	মুখ্য সমস্যাবলি ও সমাধানে করণীয়	প্রস্তাবিত প্রযোজ্য সংস্কার (আইন, বিধি, নীতি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ ইত্যাদি)
৪০	পরিকল্পিত ড্রেজিং এবং বৃহৎ বিনিয়োগের মাধ্যমে নদীপথে কন্টেইনারজাত পণ্যসহ অন্যান্য পণ্য পরিবহণে সময় ও ব্যয় হ্রাসের ব্যবস্থা গ্রহণ।	সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়সহ সম্ভাব্যতা যাচাই করে নদীপথে পণ্য পরিবহণ সুবিধা প্রসারে এ-সংক্রান্ত নতুন নীতিমালা প্রণয়ন।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd